1. Name of the Teacher: AMIT DAS (Dept. of Economics)
2. Class: Semester - IV, Economics General
3. Paper: DSC1DT - Features of Indian Economy
4. Topic: Unit-4 (Industry)

CLASS NOTES are as following Sequence:

(A) Review of Industrial growth under Planning.
(B) Role of Small-scale industries and Policy perspective to help them.

Scanned by TapScanner

Unit-IV (Industry)

(A) Review of Industrial growth under planning

Q: পরিকল্পনা কালে শিল্পক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটেছে তা আলোচনা কর।

Ans: পরিকল্পনা এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমার্থক শব্দ, যদিও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কোনো সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা নেই, তবুও এককথায় বলা যায় যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতকগুলি পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সুসংহত বাস্তবায়ন কৌশলই হচ্ছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, 1951 সাল থেকে ভারতে শুরু হয় পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগ, পরিকল্পনাকালে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় 6 শতাংশের সামান্য বেশি (গড়ে), উৎপাদনের হারে ওঠানামার ভিত্তিতে প্রধান যে প্রবণতাগুলি লক্ষ্য করা যায় সে অনুযায়ী 1951 থেকে অদ্যাবধি সময়কালকে কতকগুলি পর্যায়ে ভাগ করে শিল্পোন্নয়নের গতি-প্রকৃতি আলোচনা করা যায়–

প্রথম পর্যায় (1951-65): প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালকে নিয়ে প্রথম পর্যায়, এই পর্যায়ে ভারী ও মূলধনী দ্রব্য শিল্প যথা লোহা-ইস্পাত, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং, যন্ত্র নির্মাণ ইত্যাদির উপর জোর দিয়ে বিনিয়োগ করা হয়, ফলে এই পর্যায়ে শিল্পোন্নয়নের বৃদ্ধির হার ছিল বেশ উঁচু, ওয়াস্তবে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার প্রথম যোজনায় 5.7%, দ্বিতীয় যোজনায় 7.2% এবং তৃতীয় যোজনায় 9.0%, তাহলে দেখা যায় প্রথম পর্যায়ে দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্যে শক্ত ভিত রচনা হয়, তা সম্ভব হয়েছিল ব্যাপক পরিমাণ সরকারী বিনিয়োগের ফলে,

দ্বিতীয় পর্যায় (1965-80): তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়, এই পর্যায়ে প্রথম তিনটি বার্ষিক ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সবচেয়ে শোচনীয় ও হতাশাব্যঞ্জক চিত্র লক্ষ্য করা যায় শিল্পক্ষেত্রে, অন্যদিকে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পোৎপাদনের গড় হার যদিও ছিল প্রায় 6%, তথাপি পাঁচ বছরে এই বৃদ্ধির হারে ছিল অত্যন্ত অস্থিরতা (2.8%, 6.1%, 10.4%, 3.9% ইত্যাদি), দেখা যায় এই পর্যায়ে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার তৃতীয় যোজনার বার্ষিক 9.0% থেকে নেমে প্রায় 4% চলে আসে, অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ শিল্পেই এ ঘটনা ঘটে, এই মূল ও মূলধনী দ্রব্য শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির হারে হ্রাসকে অধ্যাপক গোস্টি অর্থনীতির কাঠামোগত পশ্চাদ্মুখিতা (Structural retrogression) বলে বর্ণনা করেছেন, প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে যে এ সময়ে অধিকাংশ শিল্প যেগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিত্তবানদের ভোগ্যপণ্য (elite-oriented consumption goods) উৎপাদনে নিযুক্ত ছিল সেসব শিল্প প্রগতির হার অপেক্ষাকৃত বেশিই ছিল, শিল্পোৎপাদনের অগ্রগতির অভীষ্ট লক্ষ্য না পৌঁছানোর কারণগুলি হল উৎপাদনে অক্ষমতা, স্বল্প চাহিদা, কাঁচামালের ঘাটতি, পরিচালনগত ত্রুটি, সরকারী স্তরে দাম নির্ধারণে ব্যর্থতা প্রভৃতি,

তৃতীয় পর্যায় (1981-91): এই পর্যায়কাল হল শিল্প পুনরুদ্ধার কাল, তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (1981-85) শিল্পোন্নতির হার যদিও ছিল 6.4% তথাপি সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (1985-90) তা বেড়ে দাঁড়ায় 8.5% - যা ছিল আশাব্যঞ্জক, নাগরাজ সংশোধিত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে বৃদ্ধির হার হিসাব করে শিল্প দ্রব্যোৎপাদন ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে যে হার ছিল যথাক্রমে 7.5% ও 5.5%, দেখিয়েছেন তা বেড়ে হয় 10.4%, সুতরাং এই পর্যায়ে বৃদ্ধির হার যথেষ্ট, তৃতীয় পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান মূলধন-নিবিড়তা সত্ত্বেও এ পর্যায়ের বৃদ্ধির হার অনেক বেশি, সুস্পষ্টত অনেক পার্থক্য চোখে পড়ে, এই প্রথম দশকটিতে প্রথম পর্যায়ের বৃদ্ধির কারণ হিসাবে বলা যায় শ্রমশক্তির যথাযথ ব্যবহার, উন্নত উৎপাদনশীলতা বাড়ে, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি, তা সত্ত্বেও মজুরী বৃদ্ধি, আমদানি-রপ্তানির সহজলভ্যতা, বিশৃঙ্খল ও লেনদেন উদ্বৃত্ত সংকটের দরুন পর্যায়ের নয় বছর দশকের প্রারম্ভে অবনতিমুখে ধাবমান হয়।

Contd.

Scanned by TapScanner

চতুর্থ পর্যায় (1991-92 থেকে পরবর্তী কাল): অর্থনীতির সঙ্কটকাল ছিল 1991 সাল, অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও উন্নয়নমুখী করায় এই পর্যায়কাল হল উন্নতি-অবনতির পালা বদলের কাল, যদিও এই পর্যায়কালের প্রথম দিকে (1991-92 ও 1992-93) শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার যথাক্রমে 0.6% ও 2.3% ছিল তথাপি ~~পরবর্তীকালে~~ স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় শিল্পোৎপাদন পরবর্তী কালে (1993-94, 1994-95 ও 1995-96) বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে 6%, 9.4% ও 13.0%. এরপরেই আবার তা কমতে শুরু করে এবং তা কমতে কমতে 2001-02 সালে তা দাঁড়ায় 2.7%-এ, কিন্তু পরবর্তীকালে তা আবার বাড়তে থাকে।

সুতরাং শিল্পোন্নয়নের গতি-প্রকৃতি আলোচনা করে একথা বলা চলে 1951 থেকে আজ অবধি শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির সামগ্রিক গড় হার 6%. যদিও বিগত পাঁচ দশকে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি স্থায়ী ও নিয়মিত ঘটেনি, তবে এই দীর্ঘকালীন প্রবণতাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে — (i) প্রাথমিকভাবে দ্রুতহারে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি যা ছিল প্রায় 6%-এর মতো (সময়কাল - 1951 থেকে 1965), (ii) পরবর্তী পর্যায়ে (1966 থেকে 1976) শিল্পোৎপাদনে বিপর্যয় দেখা দেয় এবং বৃদ্ধির হার নেমে আসে প্রায় 4.1%-এ এবং (iii) কিন্তু তার পরবর্তী পর্যায়ে বাড়ে, যেমন ~~1982-83 তে 9%~~ 1980-81 থেকে 1990-91 পর্যন্ত 7.9% হয় পরে আবার তা 1991-2000 সময়ে কমে হয় 6%. তা সত্ত্বেও সামগ্রিক এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী হয়েছে। কারণ তথ্য অনুসারে দেখা যায় দশম পরিকল্পনাকালে বার্ষিক গড় বৃদ্ধি ছিল প্রায় 8.2%, যেখানে শেষ বছর 2006-07 সালে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল 11.5%.

<u>সাফল্য ও ব্যর্থতা</u>: শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির কতকগুলি ইতিবাচক দিক যেমন রয়েছে - যা হল সাফল্য তেমনি কতকগুলি নেতিবাচক দিকও রয়েছে - যাকে ব্যর্থতা বলা চলে, তা নিম্নরূপ —

<u>ইতিবাচক দিক</u>:-

(i) <u>মূলধনী শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধি</u> — শিল্পক্ষেত্রে সাধারণ বৃদ্ধির হারের চেয়ে মূল ও মূলধনী শিল্পের দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল বেশি।

(ii) <u>বর্ধিত উৎপাদন ক্ষমতা</u> — মূল ও মূলধনী দ্রব্য শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে দেশে শিল্প দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা যথেষ্ট বেড়েছে, এর ফলে শিল্পের পরিকাঠামোর বিস্তার ঘটে ও সরাসরি উৎপাদনশীল কাজকর্ম বাড়ে, শুধু তাই নয় রপ্তানির ক্ষেত্রেও শিল্পজ পণ্যের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য যেমনটি আমদানি নির্ভর হতে হয় না।

(iii) <u>শিল্পের মজবুত ভিত</u> — পরিমাণগত বিচারে শিল্পোন্নতির সাথে আরো একটি জিনিস ঘটেছে - তা হল শিল্পোন্নতির একটি শক্ত মজবুত ভিত তৈরী হয়েছে। যেহেতু মূল ও মূলধনী দ্রব্য শিল্পগুলি ধাতুভিত্তিক তাই কৃষির সাথে শিল্পের সম্প্রসারণমুখী সংযোজন প্রভাব অনেকটাই কমেছে অর্থাৎ কৃষির উপর শিল্পের নির্ভরশীলতা কমেছে।

(iv) <u>আধুনিকীকরণ</u> — শিল্প প্রগতির আর একটি ইতিবাচক দিক হল শিল্পের আধুনিকতার জন্য, প্রযুক্তি ও পরিচালন দক্ষতার যথেষ্ট বিকাশ, তৈল-খনন ভিত্তিক অত্যাধুনিকের ইত্যাদির ফলে শুধুমাত্র জটিল ও সূক্ষ্ম ধরনের শিল্পপরিচালনাতেই নয় তাদের প্রকল্প, নকশা, নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ভারত আজ একটি অগ্রণী দেশ।

(v) <u>স্বনির্ভরতা</u> — স্বনির্ভরতার দিক থেকেও অনেক দ্রব্য উৎপাদনে ভারত আজ স্বাবলম্বী। শিল্পোন্নয়নের ফলে উৎপাদক দ্রব্যের উৎপাদন যেমন বেড়েছে তেমনি এই উৎপাদক দ্রব্যের সাহায্যে নানা ধরনের স্থায়ী ভোগ্যপণ্য দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

Contd.

নেতিবাচক দিক-

(i) পরনির্ভরশীলতা — শিল্প প্রগতির সামগ্রিক বিচার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কিছু কিছু সময় প্রগতির হার বৃদ্ধি হ্রাস পায়নি শিল্পক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয়ভাবে পরনির্ভরশীলতাও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদনের হ্রাসের ফলে অর্থনীতির স্বয়ম্ভরশীল বিকাশের হার কমে যায়,

(ii) অদক্ষতা — পরিকল্পনার পর্যায়ে অনেক শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে অদক্ষতাও প্রকট হয়ে ওঠে, অদক্ষতার একটি সূচক হল তা - যা শিল্পক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের তুলনায় প্রায় দুই-তিন গুন বেশি, আরেকটি সূচক হল অপূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতার অস্তিত্ব। কিছু শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতার 70 থেকে 90 শতাংশই অব্যবহৃত থেকে গিয়েছে।

(iii) ব্যাপক রুগ্নতা — শিল্পরুগ্নতা সংক্রামক রোগের মত শিল্পগুলিকে গ্রাস করেছে, এরূপ রুগ্ন/দুর্বল শিল্প-ইউনিটের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে, আর এর ফলে এই রুগ্ন/দুর্বল শিল্প-ইউনিটগুলির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ~~ছিল 33,8~~ বেড়েই চলেছে (যা 2006 এ বেড়ে হয়েছিল 33,838 কোটি টাকা), যার ফলে দেশের শিল্পের বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে।

(iv) আঞ্চলিক বৈষম্য — শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে রাজ্যগত ও অঞ্চলগত বৈষম্য পরিকল্পনা সত্ত্বেও দূর করা যায়নি, 1996-97-এর ফ্যাক্টরী ক্ষেত্রে 'Annual Survey of Industries'-থেকে দেখা যায়, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুতে অধিকাংশ শিল্প গড়ে উঠেছে, এই চারটি রাজ্যে মোট শিল্প সংস্থার অর্ধেকেরও বেশি অবস্থিত। সুতরাং দেখা যায়, সুষম সামগ্রিক শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হয়নি,

(v) মজুরী-দ্রব্যের অপর্যাপ্ত উৎপাদন — পরিকল্পনাকালে শিল্পজ মজুরী-দ্রব্যের যোগান বিশেষ বাড়েনি। এসব শিল্পজ মজুরী-দ্রব্য কৃষিভিত্তিক — কৃষিজ পণ্যের সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ করে এগুলি উৎপন্ন হয়, তাছাড়া এগুলির উৎপাদনে একটি অস্থিরতা ছিল। সাধারণ মানুষের কাছে শিল্পোন্নতি সার্থক মনে হত যদি এসব মজুরী-দ্রব্যের যোগান যথেষ্ট বাড়ে।

উপরোক্ত, ইতিবাচক ও নেতিবাচক অর্থাৎ সাফল্য ও ব্যর্থতার কথা মাথায় রেখে একথা বলা যায় পরিকল্পনাকালে শিল্পক্ষেত্রে যে উন্নতি হয়েছে তা যথেষ্ট নয়, এই কারণে অভ্যন্তরীন উৎপাদনে শিল্পের অবদান এখনও প্রায় 22% যেখানে উন্নত দেশে তা প্রায় 40%, এখনও প্রায় 65% মানুষ কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত রয়েছে যেখানে উন্নত দেশে তা মাত্র 3%. সুতরাং শিল্পের দিক থেকে ভারত এখনও উন্নত পর্যায়ে উন্নীত হয়নি,

তথাপি একথা অনস্বীকার্য পরিকল্পনাকালে ভারতে শিল্পের যেমন শিল্পন্যাস ঘটেছে তেমনি শিল্পোন্নয়নের একটি শক্ত ভিত তৈরি হয়েছে ও ভবিষ্যৎ শিল্পায়নের মৌল কাঠামো সুদূরপ্রসারী হয়েছে, এর পাশাপাশি শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে অপূর্ব বৈচিত্র্য-বিন্যাস ঘটেছে।

— End —

Q: পরিকল্পনাকালে শিল্পোন্নয়নের প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা কর,

Ans: পরিকল্পনাকালে শিল্পের উন্নয়নের প্রকৃতিতে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে তা নিম্নলিখিত আলোচনায় বর্ণনা করা যেতে পারে—

প্রথমত, ভারী ও মূলধনী দ্রব্য শিল্পের উন্নতি: দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় থেকে মহলানবীশ মডেলের অনুসরণে ভারী, মূলধনী ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়, ফলে ঐ সব শিল্পে বিনিয়োগ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় আর এর ফলে শিল্পের ~~[illegible]~~ এক মজবুত ভিত গড়ে ওঠে, এই বহু বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, লোহা ও ইস্পাত, ধাতু ও ধাতব দ্রব্য এখন দেশের মধ্যেই উৎপন্ন হয়, বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় না, শিল্পোৎপাদনের সূচকে মূলধনী ও ভারী শিল্প দ্রব্যের গুরুত্ব 1950-51 সালে ছিল 23.2 যা পরবর্তীকালে বেড়ে হয় 55.45.

দ্বিতীয়ত, GDP-তে অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে: পরিকল্পনাকালে GDP-তে শিল্পক্ষেত্রের অবদান ধীরে হলেও ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1950-51 তে উৎপাদন ব্যয়ের অঙ্কে যা ছিল 13.3%, 2006-07-এ তা বেড়ে হয় 25%.

Contd.

Scanned by TapScanner

তৃতীয়ত, পরিকাঠামো শিল্পের বৃদ্ধি: যে শিল্পগুলি শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করে, শিল্পোন্নতির পথ প্রশস্ত করে সেগুলিকে পরিকাঠামো শিল্প বলা হয়, এরূপ শিল্প হলো বিদ্যুৎ, কয়লা, ইস্পাত, পেট্রোলিয়াম, সিমেন্ট প্রভৃতি ধরনের শিল্প, মোট শিল্পোৎপাদনে এই শিল্পগুলির অবদান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে - যা প্রায় 26.70% .

চতুর্থত, স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনে অভাবনীয় বৃদ্ধি: পরিকল্পনাকাল বিশেষ করে উদারীকরণের পর থেকে স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন দ্রুতগতিতে বেড়েছে, 1981-85 সময়কালে এই ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল 14.4%, যা বাড়তে বাড়তে 1995-96 সালে সর্বাধিক 36.1% হয়, পরে তা আবার কমতে থাকে যা 1998-99 তে 4.7% এবং আবার তা বাড়তে থাকে যা 2005-06-এ আবার বেড়ে 15.3% হয়,

পঞ্চমত, শিল্পে সরকারি ক্ষেত্রের উদ্ভব ঘটে: পরিকল্পনার পূর্বকালে প্রকৃত অর্থে সরকারি ক্ষেত্রের অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে, কিন্তু পরিকল্পনার যুগে ভারতের পরিবর্তনশীল শিল্পকাঠামোর এক উল্লেখযোগ্য দিক হলো শিল্পক্ষেত্রে সরকারি ক্ষেত্রের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ও বহুমুখী প্রসার, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার শুরুতে ভারতে সরকারি সংস্থার সংখ্যা ছিল 5টি এবং বিনিয়োজিত মূলধন ছিল 29 কোটি টাকা, কিন্তু 2006-07 তে কার্যরত সরকারি সংস্থা 244-টি এবং পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ 4,21,089 কোটি টাকা, এই বৃদ্ধি যথেষ্ট চমকপ্রদ, তাই বর্তমানে সরকারী মালিকানাধীন শিল্পোদ্যোগগুলি মোট উৎপাদনে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে,

ষষ্ঠত, শিল্প কাঠামোর ব্যাপকতা: পাঁচের দশকের শুরুতে চারটি শিল্প (খাদ্য-দ্রব্য, বয়ন, চট ও আসবাবপত্র এবং মৌল ধাতু) মোট শিল্পোৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ যোগান দিত। 1990-91 থেকে 1992-93 সময়ে উপরের চারটি শিল্পের শিল্পের অংশ এক-তৃতীয়াংশেরও কম হয়, অন্যদিকে যন্ত্রপাতি শিল্পের (বৈদ্যুতিক ও অ-বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি) অংশ পাঁচের দশকের শুরুতে ছিল 1.2%, নয়ের দশকের প্রথমে বৃদ্ধি পেয়ে হয় 12.7% ঐ একই সময়ে রাসায়নিক শিল্পের অংশ 4.7% থেকে 12.4% শতাংশ, অ-ধাতব খনিজ দ্রব্যের 1.6% থেকে 4.6% শতাংশ এবং পরিবহন যন্ত্রপাতি শিল্পের অংশ 3.4% থেকে 6.5% হয়। নয়ের দশকের সূচনায় বিভিন্ন শিল্পের অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃদ্ধি ঘটে এবং শিল্প কাঠামো ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়,

সপ্তমত, অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপান্তর: সঠিক তথ্যের অভাবে কাঠামোগত রূপান্তরের তুলনামূলক বিশ্লেষণ অত্যন্ত দুরূহ, তবে অর্থনীতির ক্ষেত্র-ভিত্তিক বিশ্লেষণের সাহায্যে এ বিষয়ে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়, পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে ভারতের জাতীয় আয়ে কৃষিনির্ভর প্রাথমিক ক্ষেত্রের অংশ 1951-2000 সালের মধ্যে 58.3% থেকে হ্রাস পেয়ে হয়েছে 29.3%, অন্যদিকে শিল্পনির্ভর দ্বিতীয় ক্ষেত্রের অংশ ঐ সময়ে 15.2% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 22.3%,

1950-51 তে অস্তিত্ব ছিল না বা নামমাত্র ছিল এমন অনেক নতুন বা বিচিত্র ধরনের শিল্প দেশে গড়ে উঠেছে, এই নতুন শিল্পগুলির মধ্যে আছে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি, আছে রেলের যাত্রীবাহী গাড়ী, রেলইঞ্জিন, মোটর গাড়ি, ট্রাক, মোটর সাইকেল, পাখা, পাম্প, সরঞ্জাম, রাসায়নিক সার ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য; এদের বৃদ্ধি কোথাও 50% আবার কোথাও 300%,

বিজ্ঞান চর্চা ও প্রযুক্তির ব্যবহারে বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে তৃতীয় হল ভারত, কৃষি, শিল্প থেকে শুরু করে পারমাণবিক শক্তি, মহাকাশ গবেষণা প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাফল্যের জয়ধ্বনি, দেশে এমন এক কারিগরী বিশারদ কর্মীবাহিনী, পেশাদার পরিচালকদল গড়ে উঠেছে যাঁরা সিমেন্ট, সার, তৈল শোধনাগার, শক্তি, ইস্পাত, রেল ইঞ্জিন, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প প্রভৃতি রচনায় ও পরিচালনায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে, তেল উৎপাদনে ক্ষেত্রে ভারত এখন আমদানি স্বনির্ভর, পৃথিবীর 10টি শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে ভারত একটি এতে সন্দেহ নেই, তৃতীয় বিশ্বের বিকাশমান দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশ হলো ভারত,

— End —

উৎস: 1. ভারতের অর্থনীতি; জয়দেব সরখেল ও স্বপন কুমার রায়,
2. অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা; ড. চিত্তব্রত চক্রবর্তী,
3. Self Knowledge

(B) Role of small-scale industries and policy perspective to help them.

Q: ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা কর।

Ans: যেসব উৎপাদন ক্ষেত্রে কৃষিজ কাঁচামাল বা অন্য কোন কাঁচামাল বা উপাদান দ্রব্যকে ছোট বা বড় যন্ত্রের সাহায্যে বা শ্রমের সাহায্যে বা অন্য কোন উপায়ে অন্য কোন দ্রব্যে রূপান্তরিত করা হয় তাকেই শিল্প বলে। শ্রমের ব্যবহারের ভিত্তিতে এবং তিনটি মাপকাঠির ভিত্তিতে দুই ধরনের শিল্প দেখা যায় যথা ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্প এবং এদের মধ্যে পার্থক্যও করা যায়। প্রথমত, শ্রম নিয়োগের মাপকাঠিতে, দ্বিতীয়ত, মূলধন বিনিয়োগের মাপকাঠিতে এবং তৃতীয়ত, উৎপাদনের পরিমাণের বা উৎপাদন ক্ষমতার মাপকাঠিতে। এখন আমরা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কাকে বলে তা আলোচনা করবো, যদিও এর কোন সর্বজনস্বীকৃত ও সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই, কিংবা দেশের রীতি-নীতি, সরকারি আইন ও অবস্থার পরিবর্তনভেদে ক্ষুদ্র শিল্পের সংজ্ঞাতেও পরিবর্তন ঘটে, তথাপি এককথায় বলা যায়, স্বল্প পরিসরে অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক ভাড়াটিয়া শ্রমিকদের দ্বারা স্বল্প মূলধনে কিছু যন্ত্রপাতির সাহায্যে আধুনিক পদ্ধতিতে যেখানে উৎপাদন পরিচালিত হয় সাধারণভাবে তাকেই ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বলে।

সনাতন কাল থেকে ভারতের ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের প্রসিদ্ধি জগৎজোড়া, শুধু ভারতেই নয়, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব অবিসংবাদীরূপে স্বীকৃত, পরিকল্পনার যুগে ভারতে ভারী ও আধুনিক যন্ত্রশিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব কমেনি, ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব নিম্নলিখিত কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য —

1. **কর্মসংস্থান:** ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি শ্রমনিবিড়, তাই এগুলির নিয়োগ সৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। অর্থাৎ এগুলি বিপুল সংখ্যক লোককে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়, ভারতের পূর্ণ-বেকারদের কাজ, অর্ধ-বেকারদের কাজ এবং মরশুমী বেকারদের সহায়ক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার একমাত্র সম্ভাব্য উপায় হল ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের দ্রুত প্রসার। ভারতের কৃষিজীবিদের অধিকাংশই অল্প-জমিতে ও ক্ষুদ্রায়তন জোতে চাষ করে। কৃষি এদের প্রধান জীবিকা হলেও কৃষি থেকে সারা বছরের অন্নসংস্থান হয় না, যখন চাষের কাজ থাকেনা তখন পার্শ্ব উপজীবিকা হিসাবে ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পই এদের প্রধান ভরসা ও আশ্রয়স্থল। শুধু তাই নয় ভারতের মতো দেশে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার অংশিক সমাধান হতে পারে যদি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটে, কারণ এই ধরনের কম মূলধন-উৎপন্ন অনুপাতের শিল্পগুলি শুধুমাত্র প্রযুক্তিগতভাবে যোগ্য ব্যক্তি ও পেশাদারদের কর্মসংস্থান দেয় না এগুলি যেমন ভারতে প্রচলিত শিল্পকর্মে নিযুক্ত লোকেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়, তেমনি গ্রামীণ ক্ষেত্রে ও আধাশহর ক্ষেত্রে মানুষের কর্মসংস্থান করে এবং দক্ষ ও অদক্ষ [illegible] ব্যক্তিকে কর্মসংস্থানও প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে মহলানবীশ বলেন, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ দ্বারা বৃহৎ শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা 10, 15 এমনকি 20 গুন বেশি, 2006-07 সালে ভারতে শুধু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পেই প্রায় 313 লক্ষের মত লোক নিযুক্ত ছিল।

2. **উৎপাদন:** ভারতে উন্নয়নের যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে তাতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে, এই শিল্পগুলি প্রধানত ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করে, এই শিল্পগুলির ফলপ্রসূ কাল (gestation lag) স্বল্প ও সামান্য বিনিয়োগে উৎপাদন অনেকখানি বৃদ্ধি করা যায়। ফলস্বরূপ ক্রমশ বাড়তি ক্রয়ক্ষমতা ও চাহিদা মেটানোর জন্য ভোগ্য দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করে অসংগত মুদ্রাস্ফীতির চাপ প্রশমিত করাও সম্ভব। দেখা যায় ভারতে মোট শিল্পোৎপাদনের 40% ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপন্ন হয়।

Contd.

Scanned by TapScanner

3. <u>মূলধন গঠন:</u> ভারতের ন্যায় দেশে যেখানে মূলধনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে সেখানে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার, অনেকে মনে করেন যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা কম অর্থাৎ মাথাপিছু উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম, তথাপি বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত থাকায় মোট উৎপাদন নেহাৎ কম নয়, তাই বর্তমানে ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-গুলিতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে এবং কাঁচামাল ও বিক্রয়ক্ষেত্রের সুযোগ-সুবিধা বাড়ালে শ্রমিকদের যেমন উৎপাদনশীলতা বাড়বে তেমনি আর্থিক উদ্বৃত্ত সৃজন সম্ভব হবে, অন্যদিকে এসব শিল্পের প্রসার ঘটলে দারিদ্র্য সীমা-রেখার নীচে বা কাছাকাছি বসবাসকারী লোকেদের আয়ই বাড়বে। এই সঞ্চয় বাড়লে পুনরায় মূলধন গঠন সম্ভব হবে।

4. <u>বিদেশী মুদ্রা সাশ্রয় ও অর্জন:</u> ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচা-মাল ও যন্ত্রপাতি দেশের মধ্যেই সহজলভ্য। বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করে বিদেশ থেকে এগুলি আমদানি করতে হয় না, ফলে লেনদেন উদ্বৃত্তের উপর চাপ সৃষ্টি হয় না, বরং এসব শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা যায়, বর্তমানে ভারত বিদেশে যেসব অ-চিরাচরিত দ্রব্য রপ্তানি করছে তার মধ্যে রয়েছে তৈরী পোশাক, [illegible] দ্রব্য, হস্তনির্মিত নানা দ্রব্য। বলা যায় মোট শিল্পজ পণ্য রপ্তানির 45% হল ক্ষুদ্রায়তন শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদন,

5. <u>সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন</u>: বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব সমর্থনযোগ্য। বেশিরভাগ ক্ষুদ্র শিল্প পশ্চাৎপদ এবং গ্রামীণ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই শিল্পগুলি বি-কেন্দ্রীভূত সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রচার করে, তাছাড়া দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, ছোট শহর ও গ্রামে যদি ক্ষুদ্র শিল্পগুলি গড়ে তোলা যায় তবে শুধুমাত্র দেশের মধ্যে কতগুলি বিচ্ছিন্ন উন্নয়ন দ্বীপ সৃষ্টি হয় না, বরং সারা দেশে উন্নয়নের উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়, ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটগুলির প্রতিস্থাপন ব্যয় কম, এগুলি গড়ে তোলার জন্য পরিবেশগত দূষণজনিত ব্যয় নেই বললেই চলে তাই বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার প্রশ্নাতীত,

6. <u>মূলধন স্বল্পতা</u>: ভারতে দ্রুত শিল্পায়নের পথে প্রধান বাধা মূলধন স্বল্পতা, যেহেতু ভারতে বর্তমানে মূলধনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে তাই সীমিত মূলধনের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। তাই শুধু নিয়োগ সম্প্রসারণের স্বার্থেই নয়, মূলধনের সর্বোত্তম ও সার্থক ব্যবহারের স্বার্থেও ভারতে ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা দরকার। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি স্বল্প মূল-ধনে গড়ে তোলা যায়, ফলে মূলধন স্বল্পতা শিল্প প্রসারে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না,

7. <u>স্বল্প ব্যয়:</u> উৎপাদনের ব্যয়কে আমরা দুভাগে ভাগ করি- ব্যক্তিগত ব্যয় (Private cost) এবং সামাজিক ব্যয় (Social cost), ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উভয় প্রকার ব্যয়ই কম। কারণ এদের শিল্পজাত দ্রব্যগুলি প্রধানত আঞ্চলিক চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই উৎপাদন করা হয়, ফলে বণ্টনজনিত বা বাজারজাতকরণের ব্যয় কম হয়, আর এদের সামাজিক ব্যয় নেই বললেই চলে, তাছাড়া যদি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি আধু-নিক যন্ত্রপাতি, কারিগরী জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি ব্যবহারের সুযোগ পায় তবে এদের উৎপাদন ব্যয় আরও কম হবে, এই ব্যয় স্বল্পতার ~~যু~~-যুক্তিতেও এই শিল্পের গুরুত্ব সমর্থনযোগ্য,

8. <u>বাজারের (গ্রাহকের) চাহিদা পূরণ:</u> অনেক দ্রব্যের বাজার চাহিদা বা গ্রাহক চাহিদা এত বেশি যে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণতম সদ্ব্যবহার করেও সম্পূর্ণ চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না, এই বাড়তি চাহিদা (excess demand) মেটানোর জন্য এবং দ্রব্যের গুণগত মান উন্নত হওয়ার জন্য বৃহদায়তন শিল্পের পাশাপাশি এই ধরনের

<u>Contd.</u>

Scanned by TapScanner

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সাংগঠন যুক্তিযুক্তপূর্ণ, তাছাড়া এই শিল্পগুলির পণ্যগুলিতে ঘাটতি তৈরি না করে গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করে। এটি প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করে মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী শক্তি হিসাবে কাজ করে।

9. **সমতা ও ন্যায়:** সমতা ও ন্যায় নীতির দিক থেকেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব যথেষ্ট, যেহেতু এগুলো সংস্থার আয়ের অধিকাংশটাই শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন হয়ে যায়, যেহেতু এদের সংখ্যা অনেক বেশি আর যেহেতু এই সংস্থাগুলি দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাই এ ধরনের শিল্পের প্রসার ঘটলে দেশের অনেক অঞ্চলের লোকের মধ্যে আয়ের বণ্টন ঘটে, এখানে যারা আয় সৃষ্টি করে তাদের মধ্যেই প্রধানত উৎপন্ন-আয় বণ্টন হয়ে যায়, স্বাভাবিকই এ ধরনের সংস্থার প্রসার ঘটলে সামাজিক ন্যায়বিচার যথার্থতা প্রসারলাভ করে। আয়-বৈষম্য কমে,

10. **সুপ্ত সম্পদের ব্যবহার:** ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে দেশে মজুত সম্পদ, সমবায়ভাবনা ও প্রতিভাসম্পন্ন উদ্যোগ প্রভৃতির ব্যবহার ও বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়, সৃজনশীল কাজে উদ্যোগের ব্যবহার ঘটিয়ে ব্যক্তির কাজের স্বাধীনতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা, উদ্যোগ গ্রহণের মানসিকতা বৃদ্ধি করে এই শিল্পগুলির অর্থনীতির স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ঘটায়, শুধু তাই নয় গ্রামীণ ও পশ্চাৎপদ সেক্টরে বসবাসকারী লোকদের উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে সহায়তা করে এবং আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনতাকে উৎসাহ দেয়।

11. **উদ্যোক্তার বিকাশ:** সবশেষে বলা যায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি সমাজের সব শ্রেণির উদ্যোক্তাদের বিকাশে সহায়তা করে যেমন- চাকরি প্রার্থীদের চাকরিদাতা হিসাবে কাজ করে, সমাজে স্ব-কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার চেতনা প্রচার করে, বিভিন্ন উপায়ে মহিলাদের আয় বাড়াতে সহায়তা করে, পশ্চাৎপদ অঞ্চল ও সমাজের দুর্বল অংশগুলির উন্নয়নে সহায়তা করে ইত্যাদি,

সুতরাং উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দৃঢ় সিদ্ধান্ত হল, ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, এই গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকেই ধারাবাহিকভাবে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

উৎস: ① ভারতের অর্থনীতি; জয়দেব সরখেল ও স্বপন কুমার রায়।
② Money Matters; All Management Articles.
③ Self knowledge.

— End —

Q: **ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সমস্যাগুলি উল্লেখ কর, এসব সমস্যা সমাধানে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাগুলি পর্যালোচনা কর।**

Ans: আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এই খাতটি অর্থনীতিকে ক্রিয়াকলাপকে যেমন উৎসাহিত করে তেমনি কম বিনিয়োগের মাধ্যমে আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা হ্রাস করতে পারে। কিন্তু নানাবিধ সমস্যার চাপ থেকে এসব শিল্পের যথেষ্ট বিকাশ ঘটছে না, বরং অনেক ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যেমন ২০০৬ সালের তথ্য থেকে দেখা যায়, 1.27 লক্ষ ইউনিট রুগ্ন, এর থেকে বোঝা যায় এই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন প্রায়, এইসব শিল্পের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রধান সমস্যাগুলি হলো নিম্নরূপ:

(1) **পর্যাপ্ত অর্থ ও ঋণের সমস্যা:** অর্থ ও ঋণের স্বল্পতা এসব শিল্পের প্রধান সমস্যা, একজন বা স্বল্প কয়েকজন ব্যক্তির পুঁজি ব্যবসার পরিচালনার পক্ষে যথেষ্ট নয়, প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে ইউনিটগুলি দক্ষতার সাথে উৎপাদন করতে পারে না, প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটগুলি বড় ইউনিটগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে না, ফলে ক্ষুদ্র শিল্প মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তাদের কাছেই কম তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে,

Contd.

দামে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করে। এই পরনির্ভর অবস্থায় কারিগরদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতি আরও এবং দুর্বল আর্থিক ভিত্তির কারণে উদ্যোক্তাদের ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা কম থাকায় চড়া সুদে পোদ্দার, মহাজন, বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ ধার (ঋণ) করতে বাধ্য হয়।

(ii) কাঁচামালের সমস্যা: আগেকার দিনে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি স্থানীয় উপকরণের ভিত্তিতে উৎপাদন পরিচালনা করত এবং উপকরণের অভাব হত না, কিন্তু বর্তমানের দিনে এগুলি নতুন ধরনের আধুনিক ও সূক্ষ্ম দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করে, এসব দ্রব্যের জন্য ভিন্ন রাজ্য বা বিদেশ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়, এই যেমন বিদেশী মুদ্রার অভাবে উপকরণ সংগ্রহ অসম্ভব হয়ে পড়ে, তেমনি স্বল্প উপকরণ কেনার জন্য দূরবর্তী অঞ্চল থেকে উপকরণ ক্রয় করা খরচে পোষায় না, ফলে ফড়িয়া ও দালালদের কাছ থেকে চড়া দামে কাঁচামাল কিনতে হয়, এসবের ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং স্বাচ্ছন্দ্যভাবে দ্রব্য বিক্রিতে বাধা দেখা দেয়।

(iii) যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির সমস্যা: ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তারা সর্বশ্রেষ্ঠতম প্রযুক্তির সাথে পুরোপুরি উন্মুক্ত নয়। এই শিল্পগুলিতে এখনও অপ্রচলিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেশি, তাছাড়া পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিকীকরণ করা সম্ভব হয় না, ফলে উৎপাদন ব্যয় বেশি হয়, উৎপাদিত পণ্যও উৎকৃষ্ট ধরনের হয় না, আবার ক্ষুদ্রশিল্পগুলি রুচি ও ফ্যাশনের পরিবর্তনের সাথে তাল রেখে উৎপাদন করতে পারে না, ফলে উৎপাদন গতানুগতিক হয়, আধুনিকীকরণের আভাস ক্ষুদ্রশিল্পে দেখা যায় না।

(iv) বিপণন বা বিক্রয় সমস্যা: এই ছোট স্কেল ইউনিটগুলি বিপণনের সমস্যাগুলির সংস্পর্শে আসে, যেমন পণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়ার অর্থ এদের নেই। উৎপন্ন পণ্য দূরবর্তী বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করার খরচ মেটানোর অর্থ নেই, বিক্রয় সংগঠনের অভাবে এরা বড়-বড় সংস্থা ও ব্যবসায়ীদের কাছে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হয় অপেক্ষাকৃত কম দামে, আবার পণ্য ধরে রাখার (staying capacity) অক্ষমতার জন্য এরা যথার্থ দাম পায় না, বাজার সম্পর্কে সঠিক তথ্য যেমন প্রতিযোগিতা, স্বাদ, পছন্দ-অপছন্দ ও প্রচলিত ফ্যাশন ইত্যাদি পেতে পারে না, অর্থাৎ বর্তমান বাজারের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের পণ্যগুলিকে আপগ্রেড করতে পারে না, সুতরাং বিক্রয় সংগঠনের অভাব, উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিকাশের পথে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

(v) দক্ষ জনশক্তির অভাব: প্রত্যন্ত পশ্চাৎপদ অঞ্চলে অবস্থিত একটি ছোট স্কেলের ইউনিটের ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিকের (জনশক্তি) সমস্যা লক্ষ্য করা যায়, দক্ষ কর্মীরা সেখানে উপলব্ধ হয় না, কারণ হল দক্ষ শ্রমিকেরা এই ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করতে নারাজ হতে পারে কিংবা এন্টারপ্রাইজ এই শ্রমিকদের দাবি করা মজুরি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলি প্রদান করতে পারে না।

(vi) পরিচালনগত সমস্যা: পরিচালনীয় অপ্রতুলতা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য আরও একটি গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করে, যে কোন ব্যবসায় সাফল্যের জন্য উদ্যোক্তার দক্ষতা (ব্যবসায় দর্শন, গুণ, প্রবণতা ও পুরো হৃদয় নিবেদন) অত্যাবশ্যক, উদ্যোক্তার পক্ষ থেকে পরিচালনার যোগ্যতার অভাবে অনেক ছোট স্কেল ইউনিট অসুস্থ হয়ে পড়েছে, যে কোন উদ্যোক্তার পরিচালনার দক্ষতা বিকাশের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ ও কাউন্সেলিং যেগুলির অভাবের জন্য ক্ষুদ্রশিল্পগুলির সমস্যা দিনের পর দিন আরও বেড়েই চলেছে।

Contd.

(vii) <u>রুগ্নতার সমস্যা:</u> ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অন্যতম সমস্যা হল রুগ্নতার সমস্যা, 2006 সালের তথ্যানুসারে এই ইউনিটগুলিতে ব্যাংকের 4981 কোটি টাকা আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, অন্যদিকে 2003 সাং তথ্যানুসারে 1.68 লক্ষ ইউনিট রুগ্ন, এর মধ্যে 1 লক্ষ 64 হাজার মত ইউনিটের আর কাজ চালানোর সম্ভাবনা নেই, 3,626টি ইউনিট অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক আর এদের হাতে আবদ্ধ ব্যাংক ঋণ হল 625 কোটি টাকা, রুগ্ন ক্ষুদ্রায়তন ইউনিটগুলির পুনর্বাসন যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য,

(viii) <u>বিশ্বায়নজনিত সমস্যা:</u> নয়ের দশকের আর্থিক সংস্কার ও উন্মুক্ত অর্থনীতি ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপর একটি বড় আঘাত, শিল্পের সংরক্ষণ হ্রাস, শুল্ক হ্রাস ও পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার, এই শিল্পগুলিকে দেশী-বিদেশী শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় ঠেলে দিয়েছে, মুক্ত অর্থনীতির সৌজন্যে চীন থেকে খেলনা, সিরামিক দ্রব্যাদির আমদানি এত বেড়ে গিয়েছে যে এসব ক্ষেত্রে বহু দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট সংকটের মুখে পড়েছে, বস্তুত: চীন 'ডাম্পিং' নীতি অনুসরণ করে ভারতের ক্ষুদ্র শিল্পের বাজারে একাধিপত্য কায়েম করেছে,

(ix) <u>অন্যান্য সমস্যা:</u> উপরোক্ত সমস্যাগুলি ছাড়াও, এর উপর আছে বিদেশ থেকে আমদানি করা উন্নত মানের দ্রব্য, রয়েছে বেশি উৎপাদন ব্যয়ের জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যগুলির দাম অপেক্ষাকৃত বেশি হয়, এছাড়া রয়েছে অদক্ষ পরিচালনা, সুলভ ঋণের দুষ্প্রাপ্যতা, অপরিবর্তনীয় ও অনমনীয় উৎপাদন ধরন (Pattern) ইত্যাদি,

<u>সমস্যা সমাধানে সরকারি ব্যবস্থা:</u>

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সমস্যাগুলিকে মাথায় রেখে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন যা এই শিল্পগুলির রুগ্নতা নিরসনে সাহায্য করতে পারে, এগুলি নিম্নলিখিত —

<u>সাংগঠনিক ব্যবস্থা:</u> ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের উদ্দেশ্যে উন্নত সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, এই 1947 সালে প্রথমে তিনটি পৃথক বোর্ড যথা - সারা ভারত হস্তশিল্প বোর্ড, তাঁত শিল্প বোর্ড এবং খাদি ও গ্রামীন শিল্প বোর্ড গঠন করা হয়, পরে পরবর্তী কালে আরও তিনটি বোর্ড যথা- ক্ষুদ্র শিল্প বোর্ড, কেন্দ্রীয় সিল্ক বোর্ড এবং নারিকেল দড়ি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়, আবার আঞ্চলিক পর্যায়ে দেশে চারটি ক্ষুদ্র শিল্প সেবা সংস্থা ও এদের বহু শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়,

1955 সালে শিল্পতালুক (Industrial Estates) কর্মসূচী গ্রহন করা হয়, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে তা সম্প্রসারিত হয়ে 60টি হয়, এই তালুকগুলি সাধারন সুবিধা যেমন শক্তি, পরিবহন, জল ইত্যাদির যোগান দেয়, তাছাড়া সুলভে যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও সরকারি বিভাগ থেকে বরাত পেতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে 1953 সালে জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প নিগম (National Small Industries Corporation) প্রতিষ্ঠা করা হয়,

1977 সালের শিল্পনীতি ঘোষণায় জেলাস্তরে একটি করে শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করার কথা বলা হয়, পরে 'কেন্দ্রক শিল্প' (Nucleus Industry) কর্মসূচীও গ্রহন করা হয়, এর উদ্দেশ্য হলো, শিল্পে অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে একটি করে মূল বা কেন্দ্রক শিল্প গড়ে তোলা যাতে ঐ মূল শিল্পকে কেন্দ্র করে আরও কিছু ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা গড়ে উঠতে পারে,

<u>বিনিয়োগের ক্রমবৃদ্ধি:</u> পরিকল্পনাকালে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হয়েছে, প্রথম যোজনায় এই খাতে 42 কোটি টাকা ব্যয় করা হলেও, পরবর্তী যোজনাগুলিতে তার পরিমান বাড়তে থাকে যেমন বাড়তে বাড়তে ষষ্ঠ যোজনায় ছিল 1,945 কোটি টাকা এবং তা আরও বাড়তে বাড়তে নবম যোজনায় 8,384 কোটি টাকা হয়।

Contd.

Scanned by TapScanner

সংরক্ষণ ও সহায়তা প্রদান: 1989 সালের জুলাই পর্যন্ত ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ~~অতিরিক্ত~~ 836টি দ্রব্যোৎপাদনের এলাকা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে, এর অর্থ হল এসব দ্রব্যের উৎপাদনে বৃহৎ শিল্প ইউনিটগুলি অংশগ্রহণ করতে পারবে না,

আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা: ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতিতে আর্থিক ও অন্যান্য ধরনের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন—

(a) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণের পদ্ধতি, শর্ত সহজ ও উদার করা হয়েছে, 2007 সালে মোট ব্যাঙ্ক ঋণের 7.8% ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে,

(b) অতি ক্ষুদ্র (tiny), গ্রামীণ ও কুটির শিল্পগুলি যাতে পর্যাপ্ত ঋণ পেতে পারে সেজন্য RBI ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে,

(c) নিবন্ধিকৃত ও অ-নিবন্ধিকৃত ইউনিটগুলিকে 3 কোটি টাকা পর্যন্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদ ভিত্তিক অন্তঃশুল্কের ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে,

(d) ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (SIDO) মারফত ক্ষুদ্র ইউনিটগুলিকে ব্যবসায়ে পরামর্শ দান, কারিগরী, পরিচালন, অর্থনৈতিক ও বাজারীকরণ সম্পর্কে বিশেষ সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে,

(e) গ্রামীণ শিল্পগুলিকে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও যান্ত্রিক উপাদান দিয়ে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে 1982 সালের অক্টোবর মাসে 'Council for Advancement of Rural Technology' প্রতিষ্ঠা করা হয়,

(f) গ্রাম ও অনগ্রসর অঞ্চলে পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বিস্তারের উদ্দেশ্যে 1994 সালে 'Integrated Infrastructure Development' প্রকল্প চালু করা হয়,

(g) ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতর ইউনিটগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে কতকগুলি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তা হল - 1986 সালে 'Small Industries Development Fund' (SIDF); 1987 সালে 'National Equity Fund' (NEF) এবং; 1988 সালে 'Single Window Scheme' (SWS) এবং; 1989 সালে 'Small Industries Development Bank of India' (SIDBI),

(h) রপ্তানিমুখী ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটগুলির প্রযুক্তির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য 'Technology Development and Modernisation Fund' (TDMF) প্রকল্প চালু করা হয়েছে,

উল্লেখযোগ্য সরকারী নীতি, কর্মসূচী, প্রকল্প ছাড়াও 2000 সালে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পক্ষেত্রের জন্য এক প্যাকেজ কর্মসূচী প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, সেই অনুযায়ী নিম্নলিখিত কতকগুলি ব্যবস্থা নেওয়া হয়—

(a) ঋণের 25 লক্ষ টাকা পর্যন্ত গ্যারান্টি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রেডিট গ্যারান্টি তহবিল গঠন করা হয়,

(b) জামিনের অসুবিধা দূর করার জন্য RBI ঘোষণা করে অতিক্ষুদ্র শিল্পে 5-থেকে 15 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে কোন জামিনের প্রয়োজন হবে না,

(c) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে অন্তঃশুল্কের অব্যাহতির সীমা 1 কোটি টাকা করা হয়,

(d) হোসিয়ারি ও যন্ত্র নির্মাণকারী ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা 5 কোটি টাকা পর্যন্ত করা হয়,

(e) বর্তমান ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রের জন্য প্রায় 35টি দ্রব্য সংরক্ষিত করা হয়,

(f) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পক্ষেত্রের জন্য 'Market Development Assistance' নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়,

— End —

উৎস: 1. ভারতের অর্থনীতি; জয়দেব সরখেল ও স্বপন কুমার রায়
2. অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা; ড. চিত্তব্রত চক্রবর্তী
3. Self Knowledge.